

বাংলাদেশে বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ সুমন আমেরিকায় ব্যবসা করে। সম্প্রতি সে বাংলাদেশে অবস্থানরত এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। তবে বিয়ের দিন কনের সাথে সুমনের দেখা হয়নি। কারণ সুমন ও কনের অভিভাবকগণ টেলিফোনের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন করেন।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. ক্রস-কাজিন বিবাহ কী? ১
- খ. জ্ঞাতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে ইন্টারনেট কীরূপ ভূমিকা পালন করে? ২
- গ. উদ্দীপকে কীরূপ বিবাহের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বিবাহ ব্যতীত বাংলাদেশে আরও কোনো বিবাহের ধরন প্রচলিত আছে কি? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রস-কাজিন বিবাহ বলতে মামাতো-ফুফাতো ভাইবোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে বোঝায়।

খ বর্তমান সময়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের নাগরিক সমাজে একে অন্যের অতি নিকটে চলে এসেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে লিখিত ও ছবিভিত্তিক তথ্য আদান প্রদান করা যায়। ইদানীং অনেক বিবাহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের ফলে সম্ভব হচ্ছে। অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাল্পনিক জ্ঞাতি বা সম্পর্ক গড়ে তুলছে। ফলে সমাজে প্রতিনিয়ত নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

গ উদ্দীপকে টেলিফোন বিবাহের প্রতিফলন ঘটেছে। বিবাহের একটি আধুনিক ধরন হচ্ছে টেলিফোন বিবাহ। অনেক সময় চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কারণে বর দেশের বাইরে অবস্থান করেন আর কনে দেশে বসবাস করেন। তখন বর ও কনের অভিভাবকগণ টেলিফোনের মাধ্যমে যে বিয়ের আয়োজন করেন তাই টেলিফোন বিবাহ। এ ধরনের বিয়েতে বর-কনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। টেলিফোনে একে অপরের সাথে কথা বলে থাকেন। দেশে এ ধরনের বিবাহরীতির সংখ্যা কম হলেও চোখে পড়ে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমন আমেরিকায় ব্যবসা করে। সম্প্রতি সে বাংলাদেশে অবস্থানরত এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। তবে বিয়ের দিন কনের সাথে সুমনের দেখা হয়নি। কারণ সুমন ও কনের অভিভাবকগণ টেলিফোনের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন করেন।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে টেলিফোন বিবাহের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত টেলিফোন বিবাহ ব্যতীত বাংলাদেশে আরও কতকগুলো বিবাহের ধরন প্রচলিত আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত একজন পুরুষ ও বয়ঃপ্রাপ্ত একজন নারীর মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে একক বিবাহ বলে।

একজন পুরুষ দুই বা ততোধিক নারীকে বিবাহ করলে তাকে বহু-স্ত্রী বিবাহ বলে।

দেবর বিবাহ বলতে কোনো পুরুষের সাথে তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর বিবাহকে বোঝায়। আর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ছোট বোনকে বিবাহ করাকে শ্যালিকা বিবাহ বলে।

প্যারালাল কাজিন বিবাহ বলতে চাচাতো বা খালাতো ভাইবোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে বোঝায়। আর ক্রস-কাজিন বিবাহ হলো মামাতো-ফুফাতো ভাই বোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহ।

আপন বা নিজ গোষ্ঠী, শ্রেণি ও গোত্রের মধ্যে বিবাহ করার রীতিকে অন্তর্বিবাহ বলে। আর নিজ গোষ্ঠী বা গোত্রের বাইরে বিবাহ সংঘটিত হলে তাকে বর্হিবিবাহ বলা হয়।

যে বিবাহ বর ও কনের পরিবার কর্তৃক আয়োজিত হয় তাকে বন্দোবস্ত বিবাহ বলে।

যে বিবাহের ক্ষেত্রে বর তার বোনের সাথে শ্যালকের বিবাহ স্থির করে তাকে বিনিময় বিবাহ বলে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত টেলিফোন বিবাহ ব্যতীত বাংলাদেশে উপরিউক্ত বিবাহরীতি প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২ রনজু মিয়া সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলে রাহেলা বেগম অল্প বয়সেই বিধবা হন। তার গুরুসজাত একমাত্র সন্তান রহিম। ছোট শিশুকে সজে নিয়েই তিনি বাপের বাড়িতে চলে আসেন। এর বছর দুয়েক পর রহিমের চাচার তার সন্তানটিকে নিয়ে যান। এতে রাহেলা বেগম বড় একা হয়ে পড়েন। কন্যার নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করে বৃন্দ পিতামাতা তাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে রাজী করান এবং তাকে পাত্রস্থ করেন।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. 'Marriage and the Family' গ্রন্থের লেখক কে? ১
- খ. লেভিগ্রেট ও সরোরেট বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে রাহেলা কোন ব্যবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তা উল্লেখপূর্বক বিবাহের শর্তসমূহ তুলে ধরো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের ধরন ও প্রকৃতি আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Marriage and the Family' গ্রন্থের লেখক নিমকফ।

খ বিবাহের ধরনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি ধরন হলো লেভিগ্রেট ও সরোরেট বিবাহ।

কোনো ব্যক্তি তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে লেভিগ্রেট বলে। আর কোনো ব্যক্তি তার মৃত স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করলে তাকে সরোরেট বলে।

গ উদ্দীপকে রনজু মিয়া সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলে রাহেলা বেগম অল্প বয়সেই বিধবা হন। পরবর্তীতে পরিবারের চাপে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে যা বিধবা বিবাহের অন্তর্ভুক্ত।

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, পাত্রী বা মেয়েদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং পাত্র বা ছেলেদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ বছর হওয়া বিবাহের

অন্যতম শর্ত। এছাড়াও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা এবং উক্ত প্রস্তাবে অপরপক্ষ সম্মতি দিবে। বিবাহে সাক্ষী থাকবে, বিবাহ অনুষ্ঠানকালে প্রস্তাব বা অন্যান্য উচ্চারিত শব্দাবলি অবশ্যই সুস্পষ্ট থাকবে। প্রস্তাব এবং এর গ্রহণ একই বৈঠকে উচ্চাতির হতে হবে।

সুতরাং উদ্দীপকে রাহেলার দ্বিতীয় বিবাহ বিধবা বিবাহের অন্তর্ভুক্ত এবং উপর্যুক্ত শর্তগুলো পূরণ করেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ঘ রাহেলার বিবাহ মূলত বিধবা বিবাহের অন্তর্ভুক্ত। এক বিবাহ হলো বাংলাদেশের সমাজের বিবাহের সাধারণ রীতি। এক স্ত্রীর বর্তমানে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করার মাধ্যমে বহুস্ত্রী বিবাহ প্রথাও আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে যা তুলনামূলকভাবে কম। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর কোনো পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে বিপীড়ক বিবাহ বলে। আমাদের সমাজে এ ধরনের বিবাহ লক্ষ করা যায়।

কোনো ব্যক্তি তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে লেভিরেট বিবাহ বলে। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি তার মৃত স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করলে তাকে সরোরেট বিবাহ বলা হয় যা আমাদের সমাজে বিদ্যমান।

চাচাতো এবং খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হলে তাকে প্যারালাল বিবাহ বলে। মামাতো-ফুফাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হলে তাকে ক্রস-কাজিন বিবাহ বলে। এ ধরনের বিবাহ এ সমাজে বিদ্যমান। কোনো ব্যক্তি তার নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে অন্তর্বিবাহ বলে। অন্যদিকে নিজ সমাজ বা গোত্রের বাইরে বিবাহ করার রীতিকে বহির্বিবাহ বলে। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে এই দুই ধরনের বিবাহ লক্ষ করা যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এর কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে বিধবা বিবাহের উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের সমাজে উপর্যুক্ত বিবাহের ধরনগুলো পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ৩ সিথিলাদের পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের বিপদ-আপদে সবসময় পাশে থাকে। এছাড়া সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজেও তারা এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়কে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। তাদের এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণ মায়ের বোনকে মাসি এবং বাবার বোনকে পিসি বলে ডাকে। অন্যদিকে, পূর্ণতাদের পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের ওপর তেমন নির্ভরশীল নয়। তারা সভা-সমিতি, বিমা, সরকারি নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপরই বেশি নির্ভরশীল।

◀ **শিখনফল-৮**

- | | |
|---|---|
| ক. জ্ঞাতিসম্পর্ক কীরূপ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ? | ১ |
| খ. দেবর বিবাহ বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. সিথিলাদের পরিবার কীরূপ সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. পূর্ণতাদের সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞাতি সম্পর্ক গ্রামীণ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খ দেবর বিবাহ বলতে কোনো পুরুষের সাথে তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর বিবাহকে বোঝায়।

সাধারণত বিধবা মহিলাটির স্বামীর মৃত্যুর পর প্রাপ্য সম্পত্তির পরিমাণ বেশি হলে কিংবা তার ছোট ছোট সন্তানসন্ততি থাকলে,

কখনো বা স্বামীর মৃত্যুর পর দুটি পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মৃত স্বামীর বিবাহযোগ্য ছোট ভাইয়ের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হয়।

গ সিথিলাদের পরিবার গ্রামীণ সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রকৃতিকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিথিলাদের পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের বিপদ-আপদে সবসময় পাশে থাকে। এছাড়া সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজেও তারা এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়কে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে, যা পাঠ্য বইয়ের গ্রামীণ সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা আমরা জানি, গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, জমি বর্ণা দেওয়া-নেওয়া, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজে এক জ্ঞাতি অন্য জ্ঞাতিদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। আবার গ্রামীণ জীবনে জ্ঞাতি সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন—হিন্দু সম্প্রদায়ে মায়ের বোনকে মাসি এবং বাবার বোনকে পিসি ডাকা হয়, যা সিথিলাদের এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা সিথিলাদের এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণও মায়ের বোনকে মাসি এবং বাবার বোনকে পিসি বলে ডাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সিথিলাদের পরিবার গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতিকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পূর্ণতাদের পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের ওপর তেমন নির্ভরশীল নয়। তারা সভা-সমিতি, বিমা, সরকারি নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপরই বেশি নির্ভরশীল, যা শহুরে সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

শহুরে জীবনে নানা অঙ্কলের মানুষ এসে একত্রিত হয়। শহরে পাড়া বা মহল্লায় কৃত্রিম জ্ঞাতি সম্পর্ক করে নেওয়ার রেওয়াজ চোখে পড়ে। তবে আধুনিক শহর সমাজে নিজস্ব পরিবার ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনও কম দৃঢ় নয়। শহর সমাজেও গ্রামীণ সমাজের ন্যায় বর্ণনামূলক ও শ্রেণিমূলক জ্ঞাতিত্বের পদাবলি ব্যবহার করা হয়। যেমন— খালাতো, মামাতো, চাচাতো ও ফুপাতো ভাই-বোনকে ভাই-বোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আবার বাবা, মা, চাচা সবাইকে আলাদা আলাদা পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়, যা বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত। তবে শহুরে সমাজে রক্ত সম্পর্কীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জ্ঞাতিত্ব গড়ে উঠলেও কাল্পনিক জ্ঞাতিত্বের গুরুত্বও যথেষ্ট চোখে পড়ে। এছাড়া শহুরে জীবনে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের চেয়ে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের জ্ঞাতির নজির বেশি চোখে পড়ে। তবে শহর সমাজের সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয় যা বহুলাংশে যান্ত্রিক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ণতাদের সমাজ তথা শহুরে জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রকৃতি অনেকটাই আনুষ্ঠানিক এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪ মিঠুন এবং তার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন একটি এলাকায় বসবাস করে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তার বাবা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। অপরদিকে, রবিনের বাবা সিটি নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও তার আত্মীয়স্বজনদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

◀ **শিখনফল-৮**

- ক. গ্রামীণ সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ১
খ. সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মিঠুনের বাবা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'রবিনের বাবা কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান কাজ করেছে'— পর্যালোচনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো— ১. কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্য এবং ২. স্তরবিন্যাসের আধিক্য কম।

খ সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়।

ভূতত্ত্বে Strata প্রত্যয়টি মাটি বা শিলার বিভিন্ন স্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ভূতত্ত্বের এ বিষয়টি সমাজের উচ্চ-নিচু বিভিন্ন শ্রেণির বা মর্যাদার মানুষকে বোঝাতে সমাজবিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে। আর প্রত্যয়টিকে সিঁড়ি বা মহিয়ার ধাপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। স্তরবিন্যাস বলতে বোঝায় যেখানে স্তরগুলো সজ্জিত বা বিন্যস্ত। অতএব, সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির উচ্চ-নিচু অবস্থান বা বিন্যাস ব্যবস্থা।

গ মিঠুনের বাবা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল।

মিঠুন এবং তার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন একটি এলাকায় বসবাস করে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তার বাবা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ মিঠুনের বাবা গ্রামীণ সমাজে বসবাস করে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন গ্রামীণ সমাজেই হয়ে থাকে। আর গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল।



প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৫ জাহাজীর সাহেব আর আই এম ডিগ্রি কলেজের একজন প্রভাষক। তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ, পিতামাতা, ভাই-ভাবি, ভাতিজা ও বৃন্দ দাদাকে নিয়ে সংসারে একত্রে বাস করেন। তাদের সংসারের প্রত্যেক সদস্য সব সম্পদ ও সুযোগ এমনকি খাদ্য সামগ্রী একে অপরের সাথে ভাগাভাগী করে গ্রহণ করেন। সুখে-দুঃখে এভাবে মিলেমিশে থাকাকে তিনি বংশমর্যাদা রক্ষা ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করার ঐতিহ্যগত প্রতীক বলে মনে করেন।

◀ শিখনফল: ৩ ও ৪

- ক. সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংগঠন কী? ১
খ. পণপ্রথা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জাহাজীর সাহেবের সংসারটি যে ধরনের তা উল্লেখ করে বাংলাদেশের পরিবারের ধরন ও প্রকৃতি আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের সমাজে পরিবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংগঠন হলো পরিবার।

খ বিবাহের সময় একপক্ষ কর্তৃক অন্যপক্ষকে প্রদত্ত আর্থিক বা মূল্যবান সম্পত্তি লেনদেনের প্রথাকে পণপ্রথা বলা হয়।

ব্যক্তি হোক আর গোষ্ঠী হোক জ্ঞাতীদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কষ্টসাধ্য। গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার ঐক্য এবং অনৈক্যের ফলশ্রুতি। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন, জাতীয় নির্বাচন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কথা উদ্দীপকেও বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল।

ঘ রবিনের বাবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞাতীদের পাশাপাশি অন্যান্য উপাদান কাজ করেছে।

গ্রামীণ সমাজের রাজনৈতিক ও নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল হলেও শহুরে সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রবল নয়। রবিনের বাবার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যায়। রবিনের বাবা সিটি নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও সেক্ষেত্রে তার আত্মীয়স্বজনদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

বলা হয়ে থাকে, শহরে সবাই নাম-গোত্রহীন। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বছরের পর বছর বাস করেও শহরবাসীরা পরস্পরের সাথে অপরিচিত থেকে যেতে পারে। পাড়া বা এলাকার প্রতি শহরবাসীদের কোনো আনুগত্য নেই। নগর জীবনে বা গতিশীল শিল্পায়িত সমাজের মানুষ আত্মীয়স্বজনের ওপর নির্ভরের চেয়ে তার নিজ কর্মপ্রচেষ্টা, সভা-সমিতি, বিমা, সরকারি নিরাপত্তা, আইন, বিচার ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যেমনটি রবিনের বাবার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, রবিনের বাবা কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান কাজ করেছে।

পণপ্রথা দু'ধরনের— বরপণ ও কন্যাপণ। বরপক্ষকে প্রদত্ত পণকে বলা হয় বরপণ। কন্যাপক্ষকে প্রদত্ত পণকে বলা হয় কন্যাপণ। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমান বাংলাদেশ তথা পুরো ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মালম্বীদের মধ্যে বরপণ এবং মুসলিমদের মধ্যে সীমিত পর্যায়ে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। যদিও বর্তমানে বরপণ প্রথাই অধিক প্রচলিত, যা যৌতুক প্রথা নামে পরিচিত।



সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের পরিবারের ধরন ও প্রকৃতি আলোচনা করো।

ঘ বাংলাদেশের সমাজে পরিবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।



প্রশ্ন ▶ ১ সুমন আমেরিকায় ব্যবসা করে। সম্প্রতি সে বাংলাদেশে অবস্থানরত এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। তবে বিয়ের দিন কনের সাথে সুমনের দেখা হয়নি। কারন সুমন ও কনের অভিভাবকগণ টেলিফোনের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন করেন।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. ক্রস কাজিন বিবাহ কী? ১
- খ. জ্ঞাতিসম্পর্ক সৃষ্টিতে ইন্টারনেট কীরূপ ভূমিকা পালন করে? ২
- গ. উদ্দীপকে কীরূপ বিবাহের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বিবাহ ব্যতীত বাংলাদেশে আরও কোনো বিবাহের ধরন প্রচলিত আছে কী? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রস কাজিন বিবাহ বলতে মামাতো-ফুফাতো ভাইবোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে বোঝায়।

খ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের নাগরিক একে অন্যের অতি নিকটে চলে এসেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে লিখিত ও ছবিভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। ইদানীং অনেক বিবাহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের ফলে সম্ভব হচ্ছে। অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাল্পনিক জ্ঞাতি বা সম্পর্ক গড়ে তুলছে। ফলে সমাজে প্রতিনিয়ত নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

গ উদ্দীপকে টেলিফোন বিবাহের প্রতিফলন ঘটেছে। বিবাহের একটি আধুনিক ধরন হচ্ছে টেলিফোন বিবাহ। অনেক সময় চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কারণে বর দেশের বাইরে অবস্থান করেন আর কনে দেশে বসবাস করেন। তখন বর ও কনের অভিভাবকরা টেলিফোনের মাধ্যমে যে বিয়ের আয়োজন করেন তাই টেলিফোন বিবাহ। এ ধরনের বিয়েতে বর-কনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। টেলিফোনে একে অপরের সাথে কথা বলে থাকেন। দেশে এ ধরনের বিবাহরীতির সংখ্যা কম হলেও চোখে পড়ে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমন আমেরিকায় ব্যবসা করে। সম্প্রতি সে বাংলাদেশে অবস্থানরত এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। তবে বিয়ের দিন কনের সাথে সুমনের দেখা হয়নি। কারণ সুমন ও কনের অভিভাবকরা টেলিফোনের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন করেন। কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে টেলিফোন বিবাহের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ টেলিফোন বিবাহ ব্যতীত বাংলাদেশে আরও কতকগুলো বিবাহের ধরন প্রচলিত আছে। এগুলো হলো—

- ১. একক বিবাহ:** বয়ঃপ্রাপ্ত একজন পুরুষ ও বয়ঃপ্রাপ্ত একজন নারীর মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে একক বিবাহ বলে।
- ২. বহু-স্ত্রী বিবাহ:** একজন পুরুষ দুই বা ততোধিক নারীকে বিবাহ করলে তাকে বহু-স্ত্রী বিবাহ বলে।
- ৩. দেবর ও শ্যালিকা বিবাহ:** দেবর বিবাহ বলতে কোনো পুরুষের সাথে তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর বিবাহকে বোঝায়। আর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ছোট বোনকে বিবাহ করাকে শ্যালিকা বিবাহ বলে।
- ৪. প্যারালাল ও ক্রস কাজিন বিবাহ:** প্যারালাল কাজিন বিবাহ বলতে চাচাতো বা খালাতো ভাই-বোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহকে বোঝায়। আর ক্রস কাজিন বিবাহ হলো মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহ।
- ৫. অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ:** আপন বা নিজ গোষ্ঠী, শ্রেণি ও গোত্রের মধ্যে বিবাহ করার রীতিকে অন্তর্বিবাহ বলে। আর নিজ গোষ্ঠী বা গোত্রের বাইরে বিবাহ সংঘটিত হলে তাকে বহির্বিবাহ বলা হয়।
- ৬. বন্দোবস্ত বিবাহ:** যে বিবাহ বর ও কনের পরিবার কর্তৃক আয়োজিত হয় তাকে বন্দোবস্ত বিবাহ বলে।
- ৭. বিনিময় বিবাহ:** যে বিবাহের ক্ষেত্রে বর তার বোনের সাথে শ্যালকের বিবাহ স্থির করে তাকে বিনিময় বিবাহ বলে।

প্রশ্ন ▶ ২ সজিব ও অম্মান বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুই বন্ধু। সজিবের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় তার পিতা তাকে ভর্তির টাকা দেন এবং প্রতি মাসে লেখাপড়ার জন্যে টাকা পাঠান। সজিবের কোনো সমস্যা হলে তার পিতাই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকাই মুখ্য। অন্যদিকে সজিবের বন্ধু অম্মানের ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়।

◀ **শিখনফল-৩**

- ক. সমাজ সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? ১
- খ. পরিবার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের বর্ণিত সজিবের পরিবারটি কোন শ্রেণির পরিবারের প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘অম্মানের পরিবার মূলত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল’— উদ্দীপকের আলোকে এর যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

ক সমাজ সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক।

খ পরিবার হচ্ছে আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম বর্গ বা একক।

সাধারণত বাবা, মা ও তাদের অবিবাহিত সন্তানদের সমন্বয়ে পরিবার গড়ে ওঠে। তবে অনেক পরিবারেই বিবাহিত পুত্র সন্তানদের বাবা-মা, স্ত্রী ও নিজ সন্তানদের সহযোগে পারিবারিক জীবনযাপন করতে দেখা যায়। আবার কিছু পরিবারে বাবা, মা, ভাই বোন, স্ত্রী, সন্তান, চাচা-চাচি তাদের সন্তানদের একত্রে বসবাস করতে দেখা যায়। তবে সন্তান জন্মের আগে কেবল স্বামী-স্ত্রী মিলেও পরিবার গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সজিবের পরিবারটি পিতৃপ্রধান পরিবারের ইঙ্গিত বহন করে।

পিতৃপ্রধান পরিবার বলতে সেই পরিবার ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে পিতা বা আদি পুরুষের দিক থেকে বংশ পরিচয় গণনা করা হয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। পিতৃপ্রধান পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তথা নেতৃত্ব পিতা, স্বামী, কিংবা বয়স্ক কোনো পুরুষের ওপর ন্যস্ত থাকে।

পিতৃপ্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অন্যতম শর্ত হলো সম্পত্তির উত্তরাধিকার। এতে সম্পত্তিতে মূলত পুত্র সন্তানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কন্যা সন্তান বিবাহের পর স্বশুরালয়ে অবস্থান করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, সজিবের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির টাকা তার বাবা দেন এবং প্রতিমাসে লেখাপড়ার জন্য টাকা পাঠান। কোনো সমস্যা হলে তার পিতাই সমাধানের চেষ্টা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই মুখ্য। এসব বৈশিষ্ট্য পিতৃপ্রধান পরিবারের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সজিবের পরিবারটি পিতৃপ্রধান পরিবার।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অম্মানের পরিবারটি সজীবের পরিবারের বিপরীত। অর্থাৎ অম্মানের পরিবারটি মাতৃপ্রধান পরিবার। মাতৃপ্রধান পরিবার মূলত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল— এ কথা যথার্থ।

মাতৃপ্রধান পরিবারে সাধারণত মাতা সবসময় কর্তার ভূমিকা পালন করেন। এ পরিবারের সন্তানরা সমাজে মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হয়। এ পরিবার প্রথায় বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে অবস্থান করে। এ পরিবার ব্যবস্থায় পিতার সব সম্পত্তি কন্যা পায় এবং মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকার হিসেব করা হয়। এ ধরনের পরিবারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এসব পরিবারে পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় থাকে।

আধুনিককালে শিক্ষার যতই প্রসার ঘটছে এবং মহিলারা যতই পরিবারের বাইরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন ততই পরিবারের মহিলা সদস্যরা মতামত প্রকাশ করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। এজন্যেই আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষিত পরিবারগুলো এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা সমতাভিত্তিক পরিবার (Egalitarian Family) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসব পরিবারে পুরুষ এবং মহিলা পারিবারিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যেখানে কেউ কারও ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার মূলত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ৩ জরিনা ও সখিনা গ্রামের মেয়ে। তারা দুজনেই সম-বয়সী এবং তারা ছোট বেলার খেলার সাথী। এখন তারা কলেজে পড়ছে। তারা দুজনে দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ধর্মমতে তারা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে সেই পেতেছে। সেই সম্পর্কে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

◀ শিখনফল: ৭

- | | |
|--|---|
| ক. জ্ঞাতিসম্পর্ক কী? | ১ |
| খ. জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন কয়টি? | ২ |
| গ. উদ্দীপক অনুসারে দুই পরিবারের জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপক অনুসারে জ্ঞাতিসম্পর্কের ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করো। | ৪ |

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কই হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক। **▲**

খ জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ৪টি। **▲**

সমাজে চার ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যথা- ১. জৈবিক বা রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি যেমন— পিতা-পুত্র, দাদা-নাতি, ২. বৈবাহিক বন্ধন সম্পর্কিত জ্ঞাতি, যেমন— স্বামী-স্ত্রী, স্বশুর-দেবর ইত্যাদি; ৩. কাল্পনিক বন্ধন সম্পর্কিত জ্ঞাতি, যেমন— বয়স্ক ব্যক্তিকে চাচা, মামা, খালু বলা বা সমবয়সী কাউকে ভাই, আপা ইত্যাদি বলে সম্মোধন করা এবং ৪. প্রথাগত বন্ধন সম্পর্কিত জ্ঞাতি যেমন— বন্ধুত্বের সম্পর্ক, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের দুই পরিবারের মধ্যে প্রথাগত বন্ধন সম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। **▲**

স্থানীয় প্রথার ওপর ভিত্তি করে অনেক সময় বিশেষ ব্যক্তির সাথে যে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে প্রথাগত বন্ধন সম্পর্কিত জ্ঞাতি বলে। যেমন— দোস্ত, মিতা, সেই ইত্যাদি। প্রথাগত বন্ধনকে পাতানো আত্মীয়ও বলা যেতে পারে। জৈবিক বন্ধন, বৈবাহিক বন্ধন ও কাল্পনিক বন্ধন ছাড়াও পাড়া প্রতিবেশী,

চেনা-অচেনা সবার সাথে ভাই-বোন, চাচা-চাচি, ফুফু-খালা, দাদা-দাদি, নানা-নানি ইত্যাদির সম্পর্ক তৈরি হয়। অনেকটা স্থানীয় প্রথাগত সূত্রে কাউকে এরূপ আত্মীয় বানানোর রেওয়াজই হচ্ছে প্রথাগত বন্ধন। মিতা বা দোস্ত, পাতানো বন্ধুর মাকে খালা বলে সম্বোধন করা কিংবা বন্ধু বা মিতার ভাইকে ভাই বলে সম্বোধন করা ইত্যাদি প্রথাগত বন্ধনের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জরিনা ও সখিনা দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ সূত্র ধরে তাদের উভয়ের পরিবারের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী এ সম্পর্ক প্রথাগত বন্ধন বা সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে জ্ঞাতিসম্পর্কের ইতিবাচক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা জ্ঞাতিসম্পর্কের মাধ্যমে জরিনা ও সখিনার পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে তাদের পরিবারের একে অন্যের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। **▲**

জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সম্পর্ক সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— জ্ঞাতিরা অভাব অনটনে টাকা-পয়সা, শস্য, বীজ, খাবার ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করে থাকে। অনেকে জ্ঞাতিদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য কাঁচামাল বা পুঁজি সরবরাহ করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা পাশে এসে দাঁড়ায়। এছাড়া বিভিন্ন রোগ-ব্যধিতেও জ্ঞাতিরা সেবা দিয়ে সহায়তা করে। বিভিন্ন বিপদ-আপদ বা সংকট পূর্ণ সময়ে তারা সুপরামর্শ প্রদান করে। অনেকে জ্ঞাতিসম্পর্কে গ্রামীণ নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম উপাদান বলে মনে করেন। মূলত এ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জরিনা ও সখিনার পরিবারের মধ্যে যে জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার মাধ্যমে উভয় পরিবারই উপরের সুফলগুলো ভোগ করবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ মিঠুন এবং তার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন একটি এলাকায় বসবাস করে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তার বাবা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। অপরদিকে, রবিনের বাবা সিটি নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও তার আত্মীয়স্বজনদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

◀ *শিখনফল-৮*

- | | |
|---|---|
| ক. গ্রামীণ সমাজের দু'টি বৈশিষ্ট্য লেখো। | ১ |
| খ. সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. মিঠুনের বাবা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল— ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. 'রবিনের বাবা কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান কাজ করেছে'— পর্যালোচনা করো। | ৪ |

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো— ১. কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্য এবং ২. স্তরবিন্যাসের আধিক্য কম।

খ সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। ভূতত্ত্বে Strata প্রত্যয়টি মাটি বা শিলার বিভিন্ন স্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ভূতত্ত্বের এ বিষয়টি সমাজের উঁচু-নিচু বিভিন্ন শ্রেণির বা মর্যাদার মানুষকে বোঝাতে সমাজবিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে। আর প্রত্যয়টিকে সিঁড়ি বা মইয়ের ধাপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। স্তরবিন্যাস বলতে বোঝায় যেখানে স্তরগুলো সজ্জিত বা বিন্যস্ত। অতএব, সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির উঁচু-নিচু অবস্থান বা বিন্যাস ব্যবস্থা।

গ মিঠুনের বাবা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল।

মিঠুন এবং তার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন একটি এলাকায় বসবাস করে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তার বাবা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ মিঠুনের বাবা গ্রামীণ সমাজে বসবাস করে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন গ্রামীণ সমাজেই হয়ে থাকে। আর গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল।

ব্যক্তি হোক আর গোষ্ঠী হোক জ্ঞাতিদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কষ্টসাধ্য। গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার ঐক্য এবং অনৈক্যের ফলশ্রুতি। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন, জাতীয় নির্বাচন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কথা উদ্দীপকেও বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, গ্রামীণ সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল।

ঘ রবিনের বাবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের পাশাপাশি অন্যান্য উপাদান কাজ করেছে।

গ্রামীণ সমাজের রাজনৈতিক ও নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা প্রবল হলেও শহুরে সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রবল নয়। রবিনের বাবার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যায়। রবিনের বাবা সিটি নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও সেক্ষেত্রে তার আত্মীয়স্বজনদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

বলা হয়ে থাকে, শহরে সবাই নাম-গোত্রহীন। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বছরের পর বছর বাস করেও শহরবাসীরা পরস্পরের সাথে অপরিচিত থেকে যেতে পারে। পাড়া বা এলাকার প্রতি শহরবাসীদের কোনো আনুগত্য নেই। নগর জীবনে বা গতিশীল শিল্পায়িত সমাজের মানুষ আত্মীয়স্বজনের ওপর নির্ভরের চেয়ে তার নিজ কর্মপ্রচেষ্টা, সভা-সমিতি, বিমা, সরকারি নিরাপত্তা, আইন, বিচার ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যেমনটি রবিনের বাবার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায়, রবিনের বাবা কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান কাজ করেছে।